যুগান্তর

16 AUG 2008
2 2

যশোর শিক্ষাবোর্ডের কলেজগুলোতে এইচএসসিতে ভর্তি কোটা পূরণ হয়নি

যশোর ব্যুরো

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন অধিকাংশ কলেজে এবার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি কোটা পূরণ হয়নি। এর মধ্যে অনার্স পর্যায়ের যেসব কলেজে নতুন করে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করা হয়েছে সেগুলোতে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীও ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। কলেজগুলোতে আসন সংখ্যার তুলনায় এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যশোর শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মোট কলেজ রয়েছে ৪৮৪টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অন্তত ২ লাখ শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সূত্র মতে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত যশোর শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মোট ১ লাখ ৫ হাজার ২৯৬ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৫ হাজার ২০৯ জন শিক্ষার্থী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এবার এই অঞ্চলের কলেজগুলোতে প্রায় সোয়া লাখ আসন শূন্য থেকে যাচ্ছে। এদিকে সরকার ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুবিধার্থে অনার্স পর্যায়ের কয়েকটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যশোর সরকারি এমএম কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ ও আজম খান কমার্স কলেজে মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির নির্দেশ দেয়া হয়। তবে পরবর্তীকালে যশোর এমএম কলেজ ও আজম খান কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। এমএম কলেজের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সে ভর্তির জন্য ২৮ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ফরম বিতরণ করা হয়। এতে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সর্বনিম্ন ৪ দশমিক ৫ এবং বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে ৩ দশমিক ৫ পয়েন্ট রেখে দেয়া হয়। এই তিনটি বিভাগে মোট ৬০০ আসন সংখ্যা রয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে ৫৩৪টি। অথচ এই তিন বিভাগে ভর্তি হয়েছে মাত্র ১১৭ জন। বাকিরা ফরম কিনেও ভর্তি হয়নি। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির বিষয়টি পুনর্বিবেচনায় এনে বিজ্ঞানে ৪ পয়েন্ট, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের জন্য ৩ পয়েন্ট নির্ধারণ করে। এই সুযোগের আওতায় আরও ৮১ জন ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সে ভর্তি হয়। ফলে এ পর্যন্ত যশোর সরকারি এমএম কলেজে মোট ১৯৮ জন ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৩শ' আসনের বিপরীতে ৬৮ জন, বাণিজ্যে ১৫০ আসনের বিপরীতে ৭৩ জন ও মানবিক বিভাগে ১৫০ আসনের বিপরীতে ৫৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। হাতেগোনা দু'একটি ছাড়া বাকি কলেজগুলোর অবস্থা যশোর এমএম কলেজের মতোই বলে সূত্র জানায়। এর মধ্যে মফস্বল এলাকার কলেজগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়। এসব কলেজ কর্তৃপক্ষ শত চেষ্টা করেও উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সে আসন সংখ্যা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।